বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১

বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৬

তারিখঃ ৩০ আগস্ট ২০২৬ / ১৫ ভাদ্র ১৪৩৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

<u>রপ্তানিমুখী হিমায়িত খাদ্য খাতে প্রাক-অর্থায়ন তহবিল গঠন প্রসঙ্গে।</u>

বাংলাদেশে হিমায়িত খাদ্য (Frozen Food) শিল্প বর্তমানে অন্যতম রপ্তানিমুখী খাত। বিশেষ করে হিমায়িত চিংড়ি, মাছ, সবজি এবং রেডি-টু-কুক খাদ্যপণ্যে বিশ্ববাজারে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ চিংড়ি ও মাছ রপ্তানি হতে প্রাপ্ত হয়। রপ্তানিমুখী হিমায়িত খাদ্য খাতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দীর্ঘ Cash Conversion Cycle, উচ্চ মজুদ ব্যয়, কোল্ড-চেইন পরিচালনার ব্যয়, এবং স্বল্প সুদে ঋণ পাওয়ার সীমাবদ্ধতা। প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং নীতিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে হিমায়িত চিংড়ি এবং মৎস্য উৎপাদন খাতে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়সমূহ বিবেচনায়, দেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী হিমায়িত খাদ্য খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৮২,০০০.০০ (দুই হাজার) কোটি টাকার একটি প্রাক-অর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণীয় হবে:

২। **শিরোনাম:** রপ্তানিমুখী হিমায়িত খাদ্য খাতে অর্থায়নের লক্ষ্যে প্রাক-অর্থায়ন তহবিল।

৩। **তহবিলের পরিমাণ ও উৎস:** ৮২,০০০.০০ (দুই হাজার) কোটি; বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৪। **অংশগ্রহণকারী ব্যাংক:** বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক এ প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রাক-অর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ-২ এর সাথে একটি অংশগ্রহণকারী চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

৫। **তহবিল ব্যবস্থাপনা:** এ তহবিলের পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা/মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

৬। **তহবিলের মেয়াদ:** তহবিলের মেয়াদ হবে সার্কুলার জারির পর হতে ০৩(তিন) বছর। উক্ত মেয়াদে তহবিলটি আবর্তনযোগ্য (Revolving) হবে।

৭। **খাত:** রপ্তানির উদ্দেশ্যে হিমায়িত চিংড়ি, মৎস্য-মৎস্যজাত পণ্য ও অন্যান্য হিমায়িত খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত খাতসমূহে তহবিলের আওতায় ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে:

(ক) রপ্তানিতব্য পণ্য সংশ্লিষ্ট কৃষকদের মাধ্যমে কৌশলগত ও বাণিজ্যিক চাষ পদ্ধতি-তে উৎপাদন ও সংগ্রহ, কাঁচামাল ক্রয়;

(খ) প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে নির্মিত কারখানার সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (machineries) ক্রয়, আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ;

(গ) হিমায়িত খাদ্যপণ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে স্থাপনা ও হিমাগার (Cold Storage) নির্মাণ;

(ঘ) বন্ধ বা আংশিক সচল মৎস্য এবং অন্যান্য খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা পুনরায় চালুকরণ;

(ঙ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন;

(চ) পরিবেশগত ক্ষতি প্রশমন (যেমন Soil reclamation) ব্যয় নির্বাহ।

৮। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্ত:

(ক) সংশ্লিষ্ট কারখানা স্থাপনে আবশ্যকীয়ভাবে মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র/অনুমোদন থাকতে হবে;

(খ) চলতি মূলধনের অভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক বন্ধ হিমায়িত খাদ্যপণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ তহবিলের আওতায় চলতি মূলধন ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

(গ) এ নীতিমালায় বর্ণিত কোনো খাতে Export Development Fund (EDF), রপ্তানি সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন তহবিল (Export Facilitation Pre-finance Fund (EFPF)), কৃষিভিত্তিক প্রাক/পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসহ বাংলাদেশ ব্যাংক বা সরকার হতে যেকোনো তহবিলের আওতায় কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় বা বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত ঋণ সুবিধা চলমান থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আলোচ্য তহবিল হতে একই খাতে ঋণসুবিধা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

(ঘ) ঋণ মঞ্জুরির পূর্বে ঋণ চাহিদার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনাকরত প্রাপ্যতার সীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি-বিধান পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

(ঙ) ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ অনুসারে খেলাপী হিসেবে চিহ্নিত ঋণগ্রহীতা বা ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে এ তহবিলের আওতায় ঋণসুবিধা প্রদান করা যাবে না।

৯। ঋণ/বিনিয়োগের প্রকৃতি ও মেয়াদ:

(ক) মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ:

(১) সম্পূর্ণ নতুন কারখানা স্থাপনে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১(এক) বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ৭(সাত) বছর (১ বছর + ৬ বছর) মেয়াদে ঋণ বিতরণ করা যাবে। মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এ মেয়াদী ঋণ পরিশোধিত হবে;

(২) বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংক সর্বোচ্চ ১(এক) বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) বছর (১ বছর + ৪ বছর) মেয়াদে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এ ঋণ পরিশোধিত হবে;

(৩) উল্লিখিত গ্রেস পিরিয়ডের আরোপিত সুদ সম্পূর্ণ গ্রেস পিরিয়ড সমাপণান্তে ঋণের কিস্তির সাথে পরিশোধ্য হবে।

(খ) চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ: ব্যাংক এ তহবিলের আওতায় ১(এক) বছর মেয়াদে চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত নিয়মানুসারে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করবে এবং ব্যবসায়িক লেনদেন সন্তোষজনক হলে তা নবায়ন (সর্বোচ্চ ০১ বার) করতে পারবে। তবে, নবায়নের মাধ্যমে কোনো গ্রাহক সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর এ তহবিলের আওতায় ঘোষিত সুবিধা প্রাপ্ত হবে।

১০। ঋণের পরিমাণ:

(ক) এ তহবিলের আওতায় একজন ঋণগ্রহীতার ঋণ-মূলধন অনুপাত হবে সর্বোচ্চ ৭০ ঃ ৩০;

(খ) রপ্তানির উদ্দেশ্যে হিমায়িত খাদ্যপণ্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারখানার সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কার্যক্রমে এ তহবিলের আওতায় মোট সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) কোটি টাকা প্রকল্প মেয়াদী ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে;

(গ) হিমায়িত খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সম্পূর্ণ নতুন কারখানা নির্মাণ খাতে এ তহবিলের আওতায় সর্বোচ্চ ৩০(ত্রিশ) কোটি টাকা মেয়াদী ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে;

(ঘ) প্রকল্পে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে সোলার প্যানেল ক্রয় ও স্থাপন বাবদ অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) কোটি টাকা অথবা মূল প্রকল্প ঋণ বাবদ প্রদেয় অর্থের ৩০% (যেটি কম) পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে;

(ঙ) এ তহবিলের আওতায় কাঁচামাল ক্রয় বা কৌশলগত ও বাণিজ্যিক চাষ পদ্ধতি-তে উৎপাদন/সংগ্রহ, বেতন-ভাতা প্রদান, ইউটিলিটি বিল প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণসুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার বিবেচনায় ব্যাংক কর্তৃক সীমা নির্ধারিত হবে। নতুন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রক্ষেপিত টার্নওভার (Projected Turnover) বিবেচনা করতে হবে। তবে কোনক্রমেই উক্ত সীমা ২০(বিশ) কোটি টাকার অধিক হবে না;

(চ) এ তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে একক গ্রাহক বা গোষ্ঠীর ঋণসুবিধার সর্বোচ্চ সীমা (Single Borrower Exposure Limit) সংক্রান্ত নীতিমালা যথারীতি অনুসরণীয় হবে।

১১। তহবিলের সুদ হার ঃ

(ক) গ্রাহক পর্যায়ে সুদ হার হবে সর্বোচ্চ ৭%;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত শিডিউল অব চার্জেস সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালায় বর্ণিত চার্জ/ফি ব্যতিরেকে গ্রাহকের নিকট হতে অন্য কোনো ধরনের চার্জ বা ফি আদায় করা যাবে না;

(গ) ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত প্রাক-অর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ৪% হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

১২। ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ পদ্ধতি:

(ক) গ্রাহকের প্রয়োজন ও যোগ্যতা বিবেচনায় বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে এ তহবিলের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরি করতে হবে;

(খ) মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক বিভিন্ন কিস্তিতে ব্যাংক মঞ্জুরিকৃত ঋণ বিতরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, কিস্তির পরিমাণ ন্যূনতম ০৩(তিন) টি হতে হবে;

(গ) ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে প্রদেয় মেয়াদী ঋণের কিস্তির অনুরূপভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রাক-অর্থায়ন করা হবে।

১৩। তহবিল প্রাপ্যতা: বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পরিপালন সাপেক্ষে ব্যাংক তার নিজস্ব নীতিমালার আওতায় কোনো গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। তবে, এ তহবিলের আওতায় সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঋণটি আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে নীতিমালায় বর্ণিত সুদহার ও মেয়াদ প্রযোজ্য হবে মর্মে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে প্রদত্ত মঞ্জুরিপত্রের শর্তে উল্লেখ করতে হবে। তহবিলের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরির পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিল পরিচালনাকারী বিভাগ হতে তহবিলের প্রাপ্যতার (availability) বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। গ্রাহকের অনকূলে ঋণ মঞ্জুরির পর ব্যাংক এ তহবিলের আওতায় প্রাক-অর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিল করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রাক-অর্থায়ন প্রদানের পর ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করবে।

১৪। প্রাক-অর্থায়ন আবেদনের পদ্ধতি:

(ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংক গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুরির পর প্রাক-অর্থায়ন সুবিধার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত ছকে পরিচালক, কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর আবেদন করতে পারবে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি যাচাই সাপেক্ষে প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাবে ক্রেডিট করা হবে;

(গ) আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত দলিল/তথ্যাদি দাখিল করতে হবে:

১) ঋণ প্রস্তাব ও এতদ্‌সংক্রান্ত দলিলাদি (ডিউ ডিলিজেন্স সংক্রান্ত দলিলাদি যেমন: বোর্ড/ইসির স্মারক, উদ্ধৃতিপত্র, কার্যবিবরণী, ক্রেডিট কমিটির রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের সমর্থনে দলিলাদি);

২) ঋণ মঞ্জুরিপত্র (সংশ্লিষ্ট গ্রাহক সম্মতির প্রমাণসহ);

৩) সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

৪) গ্রাহকের হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট;

৫) সংশ্লিষ্ট খাতে উৎপাদন/কারখানা পরিচালনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত প্রয়োজনীয় অনুমোদন/ছাড়পত্র/অনাপত্তি ইত্যাদি দলিলাদি ব্যাংক কর্তৃক নিয়মমাফিক পরীক্ষা ও যাচাই করা হয়েছে মর্মে ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র;

৬) প্রাক-অর্থায়নের জন্য আবেদনকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট));

৭) সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণসূচী ও পরিশোধসূচী (repayment schedule); এবং

৮) কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক যাচিত অন্য যে কোনো প্রয়োজনীয় দলিল/প্রমাণক।

(ঘ) প্রাক-অর্থায়নের আবেদনপত্র ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট সংযোজনীসমূহ অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী বা তাঁর কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে দাখিল/প্রেরণ করা যাবে। তবে, প্রথমবার মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে দাখিল করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নমুনা স্বাক্ষরসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্তৃক একটি অথরাইজেশন লেটার প্রেরণ করতে হবে।

১৫। **প্রাক-অর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিলের সময়সীমা:** অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুরির পর ১৫(পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে। তহবিলের আওতায় চলতি মূলধন ঋণের নবায়নের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণের ন্যূনতম ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর আবেদন করতে হবে।

১৬। **আদায়:**

(ক) প্রাক-অর্থায়ন বাবদ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চলতি হিসাবে প্রদানের পর নির্ধারিত তারিখ হতে গ্রেস পিরিয়ড হিসাবায়নকরত তা সমাপণান্তে সুদসহ উক্ত হিসাব হতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কর্তন করা হবে। তহবিলের প্রাপ্যতা বিষয়ক আবেদনের সাথে সংযুক্ত পরিশোধসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্রেস পিরিয়ড বিবেচনায় উক্ত তারিখ নির্ধারিত হবে;

(খ) চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে সুদ আদায় করা হবে এবং মেয়াদান্তে অবশিষ্ট সুদসহ সমুদয় অর্থ আদায় করা হবে;

(গ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকসমূহের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।

(ঘ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদসহ প্রাক-অর্থায়নকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলনের মাধ্যমে আদায়/সমন্বয় করা না গেলে যে সময়ের জন্য ব্যর্থ হবে উক্ত সময়ের জন্য ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত ২% সুদ প্রদেয় হবে।

১৭। **তদারকি:**

(ক) ঋণ বিষয়ক যাবতীয় ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বহন করতে হবে এবং সরকারের শিল্প, উৎপাদন, রপ্তানি, পরিবেশ ইত্যাদি সংক্রান্ত নীতিমালা পরিপালনের বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হলে তা বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করতে হবে এবং প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে;

(গ) আলোচ্য প্রাক-অর্থায়ন তহবিলের আওতায় ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কারখানা/কার্যালয় পরিদর্শন করত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে;

(ঘ) অর্থায়ন সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি সময় সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহ করতে হবে;

(ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করলে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রাক-অর্থায়নের পূর্বে বা পরে যে কোনো সময় এ কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংক শাখা এবং ঋণগ্রহীতার কারখানা/অফিস-এ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে;

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিনে যাচাইয়ের নিমিত্ত তহবিলের আওতায় প্রাক-অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কাগজপত্রাদি ব্যাংক শাখায় যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

(ছ) তহবিলের মেয়াদকালে বা পরবর্তীতে যে কোনো সময় বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে উদঘাটিত হলে বা এ নীতিমালায় বর্ণিত কোন শর্ত লঙ্ঘিত হলে পুনঃঅর্থায়ন বাবদ প্রদত্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত হার+২% হার সুদে এককালীন কর্তন করা হবে।

১৮। **রিপোর্টিং/প্রতিবেদন দাখিল:** অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা তাঁর মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক নির্ধারিত ছক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে উক্ত বিভাগে দাখিল করতে হবে।

১৯। **অন্যান্য শর্তাদি:**

(ক) এ তহবিলের আওতায় গৃহীত চলতি মূলধন ঋণ হিসাবের স্থিতি মঞ্জুরিকৃত ঋণসীমা অতিক্রম করতে পারবে না। তবে সুদারোপসহ অন্য কোনো কারনে তা মঞ্জুরীকৃত ঋণসীমা অতিক্রম করলে প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী ১০(দশ) দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা তা পরিশোধ/সমন্বয় করবে। অন্যথায় সীমাতিরিক্ত ঋণদায়ের উপর ব্যাংক প্রচলিত হারে সুদ আরোপ করতে পারবে এবং তা তহবিলের আওতায় দায় হিসেবে বিবেচিত হবে না;

(খ) প্রাক-অর্থায়ন সুবিধার আওতায় কোনো গ্রাহক ঋণ গ্রহণ করলে উক্ত গ্রাহকের যাবতীয় লেনদেন আবশ্যিকভাবে ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকে Escrow Account/Revenue Account এর মাধ্যমে সম্পাদিত হতে হবে। প্রকল্প ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রকল্পের আয় হিসাব খোলার বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ: ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(গ) এ তহবিলের আওতায় গৃহীত ঋণ দিয়ে বিদ্যমান কোনো ঋণ হিসাব সমন্বয়/পরিশোধ করা যাবে না;

(ঘ) ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ সুবিধা মঞ্জুরি/বিতরণ, প্রয়োজনীয় জামানত গ্রহণ, ঋণ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সম্পাদন, ঋণের সদ্ব্যবহার ও ঋণ বিতরণ পরবর্তী তদারকির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদের নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাসহ বিদ্যমান অন্যান্য আইনকানুন ও বিধি-বিধান অনুসরন করবে;

(ঙ) ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে যে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে সে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের একজন প্রতিনিধি অথবা প্রয়োজনে যেকোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্যাংক নিয়োজিত করতে পারবে। উক্ত তহবিলের আওতায় ঋণ গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে এ বিষয়ে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের লিখিত সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

২০। **বিশেষ শর্তাবলী:**

(ক) এ তহবিলের আওতায় সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ চাহিদার ন্যূনতম ১৫ শতাংশ সৌর-বিদ্যুৎ উৎস হতে আহরণের জন্য পরবর্তী ০২(দুই) বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(খ) আলোচ্য খাতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসন নিশ্চিতকল্পে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে; এবং

(গ) বিশেষ শর্তাবলী পরিপালনে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এ তহবিলের আওতায় বা বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্য কোনো তহবিলের আওতায় ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে না।

২১। **ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনা:** ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংকের বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে অনুমোদিত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাদির ব্যত্যয় না

করে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে এ তহবিলের আওতায় গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক নির্ধারিত প্রাক-অর্থায়ন পদ্ধতিতে তহবিল হতে অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

২২। এ সার্কুলারে বর্ণিত তহবিল সংক্রান্ত নির্দেশনা সময় সময় পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/পরিমার্জন করার ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

২৩। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(গাজী মোঃ মাহফুজুল ইসলাম)
পরিচালক (বিআরপিডি-১)
ফোন: ৯৫৩০২৫২